بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

আল্লাহ্‌র ওপর পরম নির্ভরতার প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের এক ঈমানদীপ্ত আলোচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১১'ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌র ওপর মহানবী (সা.)-এর নির্ভরতা প্রসঙ্গে বিগত জুমুআয় আলোচনা করা হয়েছিল। আজও এই একই বিষয়বস্তুভিত্তিক আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার ক্ষেত্রে নিজে কীভাবে দোয়া করতেন এ সম্পর্কে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন রুকুতে যেতেন তখন এই দোয়া করতেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার জন্যই রুকু করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি এবং তোমার ওপরই ভরসা করেছি। তুমিই আমার প্রভু-প্রতিপালক। আমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, রক্ত, মাংস, অস্থি এবং স্নায়ুমণ্ডলী সবকিছু সেই মহান আল্লাহর দরবারে অবনত হয়েছে, যিনি সকল বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যখনই আমার কোনো দুশ্চিন্তা হতো, জিবরাঈল (আ.) আমার সামনে আবির্ভূত হতেন এবং বলতেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি বলুন, আমি সেই চিরঞ্জীব সত্তার প্রতি ভরসা করি, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই, যিনি কাউকেও সন্তানরূপে গ্রহণ করেননি, যাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই আর অসহায় অবস্থায় কখনো তাঁর কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন হয়নি। অতএব, আপনি পরম মর্যাদায় তাঁর মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে থাকুন। হুযূর আনোয়ার (আই.) উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টি সর্বদাই কেবল পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ থাকত।

তাঁর (সা.) এই গুণের সুউচ্চ মানের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক বক্তৃতায় বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর খোদাতা'লার প্রতি এমন ভরসা ছিল যে, প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টের সময় তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি (সা.) বর্তমান যুগের সূফীদের ন্যায় উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করতেন না, তিনি উপকরণাদি ব্যবহার করতেন। কেননা উপকরণাদি পরিত্যাগ করা খোদা তা'লার সৃষ্টির অবমাননার নামান্তর এবং তাঁর সৃষ্টিকে নিরর্থক সাব্যস্ত করা। কিন্তু উপকরণাদি প্রস্তুত করার পর তিনি (সা.) সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার ওপর

ভরসা করতেন। উপকরণ যতই সুসংহত হোক না কেন, তিনি কখনো সেগুলোর ওপর ভরসা করতেন না; বরং কেবল আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহেরই প্রত্যাশী থাকতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) প্রত্যেক উৎকণ্ঠার সময় বলতেন, **লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া রাব্বুস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম**। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি; তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই, তিনি আকাশসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, তিনি ভূপৃষ্ঠের প্রভু এবং মহাসম্মানিত আরশের প্রভু-প্রতিপালক। অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সম্পূর্ণভরসা ও তাওয়াক্কুল একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার ওপরেই ছিল।

হুযূর (আই.) বলেন, মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-কে বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাব দেয়া অর্থাৎ, নানা রকমের প্রলোভন দেখানো এবং মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি সীমাহীন ভরসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রা.) এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর চিত্র চিত্রায়িত করতে গিয়ে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদের বিষয়ে মানুষকে বোঝাতে শুরু করেন এবং শিরকের অপনোদন করতে থাকেন, তখন মক্কাবাসীদের কাছে এটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হয়। পরিশেষে একদিন এক আপস-মীমাংসার উদ্দেশ্যে তাদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে আসে এবং তাকে বলে, আপনি আমাদের জাতির সর্দার, আপনাকে আমরা অত্যন্তশ্রদ্ধা করি এবং আপনার সম্মানের কারণেই আমরা আজ পর্যন্তআপনার ভাতুস্পুত্রকে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন বিষয়টি সীমাতিক্রম করেছে, তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি, আপনি তাঁর সাথে এ বিষয়ে আমাদের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত কথা বলুন। এরপর সেসব কথা পুনরাবৃত্তি করে যা উতবা বিন রবীয়া মহানবী (সা.)-কে বলেছিল। অর্থাৎ উচ্চ বংশ, সবচেয়ে সুন্দরী নারী, ধন-সম্পদ, এমনকি নেতৃত্ব প্রদানের প্রলোভন দেখিয়ে তারা বলে, তাঁকে বলুন সে যেন কমপক্ষে আমাদের মূর্তিগুলোর অবমাননা না করে। আমরা তাঁকে আমাদের মূর্তিদের মেনে নিতে বলছি না, আমরা শুধু বলছি সে যেন আমাদের প্রতিমাদের গালমন্দ না করে। আর সে যদি এগুলোর মধ্য থেকে আমাদের একটি প্রস্তাবও না মানে, তাহলে আপনি তার সঙ্গ ছেড়ে দিন, আমরা নিজেরাই তাঁকে দেখে নেব। আবু তালেব মহানবী (সা.)-কে ডেকে পাঠান এবং তাদের প্রস্তাবের উল্লেখ করে তাদের আবেদন তুলে ধরেন। যখন মহানবী (সা.) তাঁর চাচার এই অবস্থা দেখেন, তখন তার অনুগ্রহরাজির কথা মনে করে তাঁর (সা.) চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়। তথাপি তিনি (সা.) বলেন, "হে আমার চাচা! আমি বলছি না যে, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আপনি নিঃসঙ্কোচে নিজের জাতির সঙ্গ দিন এবং আমাকে পরিত্যাগ করুন। খোদার কসম! এরা যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে এবং চাঁদকে আমার বাম হাতেও এনে দেয়, তবুও আমি এক খোদার স্মরণ থেকে বিরত হব না।"

হুযূর (আই.) বলেন, এটি আল্লাহ্‌তা'লার সত্তার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুলের এমন এক উচ্চমার্গ যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলো যে, "পৌত্তলিকেরা অপবিত্র, দূর আত্মাসম্পন্ন, নিকৃষ্টতম জীব, নির্বোধ এবং শয়তানের অনুসারী; আর তাদের উপাস্যগুলো দোযখের জ্বালানি ও জাহান্নামের ইন্ধন"–তখন আবু তালিব মহানবী (সা.)-কে ডেকে বললেন: "হে আমার ভাতিজা! এখন তোমার এই সত্য কঠোর কথায় সমবেত জনগণ তীব্রভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং তারা তোমাকেও বিনাশ করে ফেলবে, আর সেই সাথে আমাকেও। তুমি তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্বোধ সাব্যস্ত করেছ, তাদের মুরুব্বীদের নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলেছ, এবং তাদের পূজনীয় দেব-দেবীগুলোর নাম দিয়েছ জাহান্নামের কাঠ ও দোযখের ইন্ধন; তাছাড়া সাধারণভাবে তাদের সকলকে অপবিত্র ও শয়তানের দল বলে আখ্যায়িত করেছ। আমি পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমাকে বলছি, তোমার মুখ সংবরণ করো এবং এই কঠোর বাণী প্রচার থেকে বিরত থাকো; অন্যথায় সমগ্র জনপদের সাথে সংঘাতের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি আমার নেই।" উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন: "হে আমার প্রিয় চাচা! এটি কোনো গালিগালাজ নয়; বরং প্রকৃত সত্যের উন্মোচন এবং বাস্তবতার যথার্থ প্রকাশ

মাত্র। আর এটিই তো সেই মহান দায়িত্ব, যার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই সত্য প্রকাশের দরুন যদি আমার মৃত্যুও নেমে আসে, তবে আমি সানন্দে সেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত। আমার সমগ্র জীবন তো এই পথেই উৎসর্গীকৃত। মৃত্যুর ভয়ে আমি সত্য প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না। হে চাচা! আপনি যদি আপনার নিজের অক্ষমতা ও কষ্টের বিষয়ে শঙ্কিত হন, তবে আমাকে নিজের আশ্রয়ে রাখার দায়িত্ব থেকে স্বাচ্ছন্দে সরে দাঁড়ান। খোদার কসম! আমার আপনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেওয়া থেকে আমি কখনোই বিরত হব না। আমার প্রতিপালকের নির্দেশ আমার কাছে নিজের প্রাণের চেয়েও পরম প্রিয়। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এই পথে নিহতও হই, তবে আমার আকুল ইচ্ছা এই যে, আমি যেন বারবার জীবন ফিরে পাই এবং চিরকাল এই পথেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকি! এটি কোনো ভয় বা শঙ্কার বিষয় নয়; বরং তাঁর পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মাঝেই আমি অসীম ও পরম আনন্দ লাভ করি।" মহানবী (সা.) যখন এই কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলে সততা ও ঐশী জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এক অপূর্ব গভীর ভাবাবেগ ফুটে উঠছিল। কথা শেষ হতেই সত্যের সেই সুবিমল জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে আবু তালিবের দু'চোখ বেয়ে অলক্ষ্যেই অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। তিনি আবেগে বলে উঠলেন: "আমি তোমার এই সুউচ্চ আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম! তুমি তো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ ও ভিন্ন এক ঐশী মহিমায় ভাস্বর! যাও! তুমি তোমার কাজে নিয়োজিত থাকো। যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এবং আমার সামর্থ্য রয়েছে, আমি তোমার পাশে থাকব।"

অনুরূপভাবে তায়েফ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুলের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তিনি (সা.) একা ছিলেন, তায়েফের সর্দারদের কাছে তবলীগের জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন করেছিল। এদিকে প্রত্যাবর্তনের পর বাহ্যতঃ মক্কায় প্রবেশ করারও তাঁর কোনো উপায় ছিল না। সাথে তাঁর সেবক ছিলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)। সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলে, এখন কী হবে? কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নিজের প্রভুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও গভীর আস্থা ছিল। কাজেই, এর উল্লেখ করতে গিয়ে সেই নিবেদিতপ্রাণ সেবক হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি যখন তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন আপনি মক্কায় কীভাবে প্রবেশ করবেন, তারা তো আপনাকে বের করে দিয়েছে? তখন মহানবী (সা.) তাওয়াক্কুলে পরিপূর্ণ কী চমৎকার উত্তর দেন! তিনি বলেন, হে যায়েদ! তুমি দেখবে আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্যই কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন। আর আল্লাহ্‌তা'লা নিজ ধর্মের সাহায্যকারী আর তিনি তাঁর নবীকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। এরপর মহানবী (সা.) কুরাইশ নেতাদের কাছে বার্তা পাঠান যেন তারা তাঁকে নিজেদের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেয়। সবাই অস্বীকার করলেও অবশেষে মুতঈম বিন আদি নামে একজন ভদ্র ও সম্মানিত নেতা তাঁকে নিজের আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করানোর ঘোষণা দেয়।

হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার কীরূপ নমুনা ছিল! তিনি (সা.) যখন হিজরতের অনুমতি লাভ করেন, তখন তিনি হযরত আলী (রা.)-কে নিজের হিজরতের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করে তার ওপর প্রাণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ অর্পণ করেন যে, আজ রাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বিছানায় সেই সবুজ অথবা এক বর্ণনানুযায়ী লাল রঙের চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাবেন যা মহানবী (সা.) নিজে গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন। আর নিজের এই নিবেদিতপ্রাণ নিষ্ঠাবান খাদেমকে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে তিনি (সা.) বলেন, চিন্তা কোরো না বরং প্রশান্তচিত্তে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো, শত্রু তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। অতঃপর তিনি (সা.) নিজের ঘর থেকে বাইরে আসেন, যখন মক্কার কাফিররা উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ঘরের বাইরে সতর্ক পাহারা দিচ্ছিল যে, কখন রাত গভীর হবে আর আমরা চড়াও হয়ে এক কোপে মহানবী (সা.)-এর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব, নাউযুবিল্লাহ্। আর তাদের নেতা আবু জাহল– চরম অহংকার ও উপহাসের সাথে বলছিল, মুহাম্মদ (সা.) এ কথা বলে যে, তোমরা যদি তাঁর বিশ্বাসের অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা আরব ও অনারবের বাদশাহ্ হয়ে যাবে, তারপর তোমাদের

মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে আর তোমাদের জন্য জর্ডানের বাগানগুলোর ন্যায় বাগান তৈরি করা হবে; আর তোমরা যদি তা না করো তাহলে তোমাদের হত্যা করা হবে। ঠিক তখনই তিনি (সা.) বাইরে বের হয়ে আসেন এবং বলেন: হ্যাঁ! আমি এমনটিই বলি আর সূরা ইয়াসীনের ২ থেকে ১০নং পর্যন্ত আয়াত পাঠ করতে করতে তাদের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে যান। কিন্তু আল্লাহ্‌র অপার মহিমা দেখুন! তিনি (সা.) হেঁটে চলে যাওয়ার সময়ও কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি; বরং তারা মাঝে মাঝে ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে নিশ্চিত হচ্ছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) নিজের বিছানাতেই ঘুমিয়ে আছেন। খুতবার শেষদিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হিজরতের ঘটনা এবং মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুল ও সাহসিকতার উল্লেখ করে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সত্যতা সেই চরম সংকটের সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল যখন মহানবী (সা.)-কে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল .....। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজের সততা ও আন্তরিকতার সেই নমুনা উপস্থাপন করেন যা চিরকাল দৃষ্টান্ত হিসাবে বিদ্যমান থাকবে। ... এরপর শত্রুরা গুহার মুখে উপস্থিত হয়ে নানা ধরনের মতামত প্রকাশ করে। কেউ বলে, এই গুহায় তল্লাশি করো, কারণ পায়ের ছাপ তো এখানেই এসে শেষ হয়ে গেছে; কিন্তু তাদের কেউ বলে, এখানে মানুষের যাতায়াত ও প্রবেশ কীভাবে সম্ভব? মাকড়সা জাল বুনে রেখেছে, পায়রা ডিম পেড়েছে। এই কথাগুলোর শব্দ গুহার ভেতরে পৌঁছাচ্ছিল আর তিনি (সা.) খুব স্পষ্টভাবে তা শুনছিলেন। শত্রুরা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল এবং উন্মাদের মতো এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু তাঁর (সা.) পরম সাহসিকতা দেখুন! শত্রু মাথার ওপরে দণ্ডায়মান আর তিনি (সা.) নিজের নিষ্ঠাবান সঙ্গী সিদ্দীক (রা.)-কে বলেন, **লা তাহ্‌যান ইন্নাল্লাহা মাআনা**। (অর্থাৎ চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন)। এই শব্দগুলো স্পষ্টতই প্রকাশ করে যে, তিনি (সা.) নিজের মুখেই উচ্চারণ করেছিলেন, কারণ এর জন্য শব্দের প্রয়োজন; ইশারায় এ শব্দ বলা সম্ভব ছিল না। বাইরে শত্রুরা পরামর্শ করছে আর ভেতরে গুহার মধ্যে সেবক ও মনিব কথোপকথনে ব্যস্ত। এই বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করা হয়নি যে শত্রুরা আমাদের কথা শুনে ফেলবে! এটি আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ। আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

11'th September 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in